R.N. No.2532/87 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ ১২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই শ্রাবণ, ১৪১৯ ১লা আগষ্ট ২০১২ | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

টিচার-ইন-চার্জের যাবজ্জীবন কারাদন্ড – সেক্রেটারী ও সর্বশিক্ষার এস.এ.ই-র দুর্নীতি গলা পর্যন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ -২ ব্লকের বড়শিমূল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাদরুল ইসলাম ২০০২ সালে অন্য স্কুলের দায়িত্ব নেবার পর থেকেই এখানে টিচার-ইন-চার্জ দিয়ে স্কুল চলছে। বর্তমান টি.আই.সি মহঃ আলি হোসেন হত্যার মামলায় অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় ২১ জুন '১২ তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। অন্যদিকে বেপরোয়া দুর্নীতির অভিযোগ এনে কমিটির সেক্রেটারী আজিজুর রহমানকে সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। সেখানে ১৩ জুলাই এর রেজিলিউসন মতো সেক্রেটারী নির্ধারিত হয়েছেন দোস্ত মহম্মদ। আজিজুরের বিরুদ্ধে অর্থ তছরূপের নানা অভিযোগের মধ্যে উল্লেখ্য - সর্বাশিক্ষা মিশন থেকে ৪টি ঘর নির্মাণের জন্য দু'দফায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আসে। অথচ ঘর তৈরী হয় ৩টি, প্রস্তর ফলকে লেখা হয় ৪টি। বিড়ি শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আসা টাকা ৫০ শতাংশ ছাত্রদের মধ্যে বন্টন হয়নি। টিচিং ফান্ডের টাকারও কোন হিসাব নাই। ছাত্রদের জন্য ১২টি কম্পিউটার রাখার উপযুক্ত ঘর ও জেনারেটরের জন্য লক্ষাধিক টাকা আসে। কিন্তু না হযেছে ঘর নির্মাণ না হয়েছে জেনারেটর। ধুলোর মধ্যে কম্পিউটারগুলো অকেজো হবার মুখে। দায়িত্বপ্রাপ্ত টি.আই.সি মহঃ আলি হোসেন হত্যার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন। কিন্তু তিনি কমিটিকে কোন কিছু না জানিয়ে স্কুলের জরুরী কাগজপত্র ও চাবি জনৈক ইংরাজী শিক্ষক অরূপ রায়ের হাতে দিয়ে চলে যান। অরূপ রায় টি.আই.সি-র বাসনা নিয়ে এখনও স্কুলে অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে টি-আই-সির দায়িত্ব পান মহঃ সহিদুর রহমান ও সেক্রেটারী হন দোস্ত মহম্মদ। বর্তমানে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ১৫০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে স্কুল চলছে। কয়েকজন (শেষ পাতায়)

রাস্তা মেরামতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা না নিলে পঞ্চায়েত ভোট বয়কট করবে এলাকার মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের বৈকুন্ঠপুরে গঙ্গা ভাঙ্গনের প্রকোপে রঘুনাথগঞ্জ-আজিমগঞ্জ রাস্তায় যানবাহন চলাচল বর্তমানে বন্ধ। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বৈকুন্ঠপুরে ভাঙন কবলিত এলাকায় রাস্তার জায়গা দখল করে আজও ১৬/১৭টি পরিবার বিপদজনক অবস্থায় ওখানে বসবাস করছেন। ভাঙন চলাকালীন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সরজমিন তদন্তে গিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে রাণীনগরের প্রধানকে ঐ সব পরিবারগুলোকে বিপদজনক এলাকা থেকে উঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ নির্দেশ আজও কার্যকরী হয়নি। এখনও পরিবারগুলো সরকারী জায়গা দখল করে ভগ্ন রাস্তার ধারেই বাস করছেন। আগে এলাকার ইট ভাটার মালিকদের উদ্যোগে রাস্তাটি যান চলাচলের প্রয়োজনে কিছুটা কার্য্যকরী হলেও বর্তমানে ঢালু রাস্তায় চলাচল বিপদজনক হয়ে পড়েছে। মাঝে আশপাশের বাড়ীর উঠোন দিয়ে (শেষ পাতায়)

সাগির হোসেনের কটাক্ষে শিক্ষকরা ব্যথিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনে সরকারী উদ্যোগে 'রাইট টু এডুকেশন' -র ওপর একটা শিক্ষা শিবির হয়ে গেল ১৯ জুলাই। সেখানে বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৭৫০ জন প্রাঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। সর্বশিক্ষার অর্থ সাহায্য নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে জেলা স্কুল বোর্ডের (প্রাঃ বিভাগ) চেয়ারম্যান সাগির হোসেন শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বলেন 'আমি ইংরেজীর এম.এ। আপনারা কেমন পড়ান আমার জানা আছে। সর্বশিক্ষার টাকার ন্যায্য হিসাব চাই। চুরি করে কেউ পার পাবেন না। জনে জনে কৈফিয়ৎ নেবো। প্রয়োজনে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো। সাগিরের এই রুক্ষ্ম বক্তব্যে বেশীরভাগ শিক্ষক ক্ষুদ্ধ ও ব্যথিত হন বলে খবর।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিহতর দাবীতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ বিডিওর কাছে গত ২৪ জুলাই কৃষি ও বাস্তুজমি রক্ষার্থে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিরোধী সমন্বয় সমিতি এক ডেপুটেশন দেয়। এদের সমর্থন করে বি.জে.পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উল্লেখযোগ্য দাবী ছিল - ১) বেআইনিভাবে জায়গা হস্তান্তর করা চলবে না, ২) ওয়ার্ক অর্ডার ছাড়া কোন কাজ করা যাবে না, ৩) ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ডেপুটেশনে আশপাশের গ্রামের প্রায় ৩০০০ মানুষ উপস্থিত হন। (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৯

সামাজিক ব্যাধি : নেশা

সাম্প্রতিককালের বড় সামাজিক ব্যাধি হইতেছে নেশা - তাহা হইল মদের নেশা এবং জুয়ার নেশা। যদিও তাহার চল বহু আগে হইতে আছে। ইদানীং তাহার ব্যাপকতা ও সর্বত্রগামিতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। যত্রতত্র মদের ঠেক্ হয় চায়ের দোকানে নয় পানবিড়ির দোকানে। নেশারুদের অধিষ্ঠান বা উপস্থিতি সেখানে সময়ে অসময়ে। গাঁটের কড়ি অন্ততঃ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তো চিত্ত ভাবনাহীন। তাহার ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হইতেছে এই সব নেশারুর দুঃস্থ দুর্গত পরিবার।

একটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় বাজারে এমন এক ঠান্ডা পানীয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার নাম রুট বিয়ার। সুদৃশ্য প্লাসটিকের বোতলে তাহা রক্ষিত। মূল্য সাধ্যের মধ্যেই সীমিত। ইহার মধ্যে নাকি ৬ হইতে ১০ শতাংশ অ্যালকোহল থাকিতেছে। দোকানদারেরা বলিয়া থাকে - ইহা নাকি মদ নয়, ফলের রস। এই রসের জোগানদার হইতেছে পান বা মিষ্টির দোকানের কেষ্টবিষ্টুরা। আর তাহার মৌতাত সেবী হইতেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাহারা নাকি প্রকাশ্যেই ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার মত দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তাহা খাইতেছে। খাইবার পর তাহাদের সাময়িকভাবে একটা ঝিমুনি হয়। ইহা খাইলে নাকি মুখে গন্ধ পাওয়া যায় না। তবে আপাতঃ ক্ষতি না হইলেও সেই পানীয় সেবনে সেবনকারীর দেহে অল্প কিছু পরিমাণ অ্যালকোহল তো যাইতেছে। অ্যালকোহলের প্রাইমারী সিনোড্রামে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও বেশী থাকিয়া যাইতেছে। ইহার পাল্লায় পড়িয়া নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে সর্বনাশের পথে হাঁটিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতার পাশাপাশি কয়েকটি অঞ্চলে নাকি ইহার বিক্রিবাটা বেশী। খাদ্যদ্রব্যের নামে অদ্ভুত উপায়ে ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। বাম সরকারের কল্যাণে আজ মদের দোকান যত্রতত্র। তাহার আকর্ষণও দুর্নিবার। ধনী-নির্ধন, শ্রমজীবী মানুষ তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়া তাহাদের পারিবারিক জীবনে নিত্য নিয়ত অশান্তির বীজ রোপণ করিতেছে। কষ্টার্জিত অর্থ পরিবারে অন্ন সংস্থানে ব্যয়িত না হইয়া মদের দোকানে অপব্যয়িত হইতেছে। সর্বনাশের আগুনে তাহাদের গৃহদাহ হইতেছে।

অপর নেশা হইল জুয়া, যাহার হাল আমলের নাম অন-লাইন লটারি। টিকিটের মূল্য কম, তাই টাকা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় গুচ্ছ গুচ্ছ টিকিট ক্রয় এখন ব্যাধির আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার দাপট নাকি ভয়ংকর - - ব্যবসাও রমরমা। আমাদের মহকুমা শহরের দুই পারে অনেকগুলি লটারি খেলার কেন্দ্র রহিয়াছে। ধুলিয়ান শহরেও তাহার বাড়বাড়ন্ত। দৈনিক আন্দাজ আড়াই তিন লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয় সেখানে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ইহার প্রলোভনে পড়িতেছে সমাজের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ। তাহাদের রক্ত ঘামে উপার্জিত পয়সা এই কুহকের পিছনে ছুটিয়া অপব্যয় হইতেছে নিত্যদিন। নেশা এমনই বস্তু তাহাকে ছাড়া বড় দুরূহ ব্যাপার। ইহার ফলে খেটে খাওয়া পরিবারগুলি সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন কোন পরিবার দেনার দায়ে ধুঁকিতেছে। এই ব্যাধি পরিবার তথা সমাজদেহকে ব্যাধিভারগ্রস্থ করিয়া তুলিতেছে। সমাজ, সমাজের মানুষ হাঁটিতেছে অবক্ষয়ের পথে। ইহার গতিকে অবরোধ করা অতি জরুরী এবং সময়ের চাহিদা। প্রশাসনিক তৎপরতা যেমন প্রয়োজন তেমনি গণচেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলনও দরকার বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। নেশার আগুন বড় তীব্র — ইহাকে মনুষ্যত্ব পুড়িবে, পরিবার পুড়িবে, পুড়িবে সমাজও।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভারতীয় ডাক

গত ২রা শ্রাবণ বুধবার, শ্রী কৃশানু বাবুর 'ডাক ডাকাতি' প্রসঙ্গে ১৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা নিয়ে কয়েকটি কথা। বর্তমান পরিস্থিতিতেও একথা মানতে বাধ্য যে, দেশ ও জনগণের কাছে ডাক ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা। আধুনিক ডাকব্যবস্থার গোড়াপত্তন মূলত ব্রিটিশ ভারতে হলেও স্বাধীন ভারতে 'জনসেবামূলক পরিষেবা'র দৃষ্টি ভঙ্গিতে ব্যাপকহারে বিকাশ ঘটে। সারাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার গ্রামীণ ডাকঘর এবং ২৭ হাজারেরও বেশি বিভাগীয় ডাকঘর (মুখ্য ও উপ ডাকঘর) খোলা হয়। আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতের প্রায় প্রতিটি অংশে ডাক ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দিতে বিশাল ও পরিকল্পিত 'নেট ওয়ার্ক' গড়ে ওঠে। তৈরী হয় ২৮৪টি আর.এম.এস সেকশন ও প্রায় ৬০০ টি শর্টিং মেল অফিস। মেইল ডিপোর সংখ্যা প্রায় ৯৮টি।

এ ছিল পরিষেবামূলক (Service) ডাক, জনমুখী ডাক। কিন্তু বর্তমান সময়কালে বিশেষত ১৯৯১ এর থেকে তথাকথিত উদার সংস্কার নীতির নামে সরকারী ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তি মালিকানার হস্তান্তর ও সঙ্কুচিত করার মরিয়া প্রচেষ্টা শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার। বাজারী অর্থনীতিকে (Market Economy) প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক বেসরকারীকরণ, আউটসোর্সিং ও সংকোচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বদলে ভারতীয় ডাককে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। ফলস্বরুপ খাম, পোষ্টকার্ড, বা ইনল্যান্ডের মতো ব্যবস্থা অবলুপ্তির পথে এবং speed post, Retail post, logistic post এর মতো Business -এর রমরমা। এর মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার পদের অবলুপ্তি হয়েছে। পাশাপশি সব কয়টি আর.এম.এস সেকসন (চলন্ত ট্রেনে চিঠি বাছাই এর ব্যবস্থা) এবং ১০১টি shorting office তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক গ্রামীণ ডাকঘর লোকসানের অজুহাতে বন্ধ হতে চলেছে। যার অবশ্যাম্ভাবী প্রতিফলন দুর্বল ডাক পরিষেবায়!

অনেকেরই জানা নেই যে, উপরোক্ত লক্ষ্যপূরণের জন্য ভারত সরকার আমেরিকার একটি ম্যানেজমেন্ট কলসালটেন্সি সংস্থা Mackinsey (ম্যাকিনসে)কে নিয়োগ করেছেন এবং এই ম্যাকিনসে হল সেই ধিকৃত ও কুখ্যাত একটি আমেরিকান কোম্পানী যাদের পাল্লায় পড়ে 'এনরন' কোম্পানীর সি.ই.ও.এর ২৪ বছর জেল হয়েছে। এরাই সেই সংস্থা যার পৃথিবী জুড়ে বেসরকারীকরণ, আউটসোর্সিং এবং তীব্র মুনা ফাবাদীর পক্ষে ওকালতি করছে। দেউলিয়া হয়ে গেছে সুইজারল্যান্ড এয়ারলাইনস্, একটি ব্রিটিশ রেলওয়ে কোম্পানি এবং বিভিন্ন বীমা কোম্পানি। আমাদের দেশের কয়লাশিল্পে এদের নিযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিলো; যাইহোক শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বাধাদানের ফলে Mackinsey এর সুপারিশ কার্যকর করা হযনি। অমেরিকার ডাক বিভাগে নিয়োজিত হয়ে এরা সুপারিশ করেছিলো কাজের দিন এবং কর্মচারী সংখ্যার হ্রাস করানো। এক্ষেত্রে আমেরিকার পোষ্টাল কর্মচারীদের তীব্র প্রতিবাদে এহেন জনহানীকর সুপারিশ কার্যকর করানোর জন্য প্রয়োজনীয় আইনসভায় পাশ করানো যায় নি। এই রকম কুখ্যাত সংস্থা চেপে বসেছে ভারতীয় ডাকের ঘাড়ে এবং বর্তমানে এদের সুপারিশ হলো — ২০১৪ সালের মধ্যে ডাক বিভাগকে সরকারী সংস্থার বদলে PPP Model (Public - Private - Partnership) এ নিয়ে যেতে হবে। ২৭ হাজার ৩৬০টি বিভাগীয় ডাকঘরের মধ্যে ৯৭৯৭টি তুলে দিতে হবে। ৫ কিলোমিটার এর মধ্যে কোনো প্রকল্পের থাকবে না। অর্থাৎ প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট পোষ্ট অফিস তুলে দাও। কলাবাগ - সন্মতিনগর কিম্বা খোদারামপুর বলে কোন গ্রামীণ ডাকঘর থাকবে না। এমনকি জঙ্গিপুর বাজার, ফুলতলা, ম্যাকেঞ্জীপার্ক কিম্বা গফুরপুর বা ছোটকালিয়াই পোষ্ট অফিস তুলে হয় একত্রিত করো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। এখনও প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকানায় মুনাফাবাদী পোষ্ট শপ (Post shop) করা যেতে পারে। ৭৭টি 'হাব' (Hub) তৈরী করে ৩৯০টি RMS shorting Mail Office তুলে দেওয়া হবে। কলকাতার মত বড় বড় শহরে লাল রং-এর যে সব গাড়িতে (Mail motor service) এ ডাক চলাচল করে সেগুলির বদলে প্রাইভেট গাড়ি চলবে। আসলে ব্যাপক বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্যে তৈরী 'The post office & courier service bill 2010' এবং উদ্দেশ্য কুরিয়ারে অনৈতিক বাড়বাড়ন্ত এবং ১৫০ বছরের ডাকব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন! নইলে আমলা - মন্ত্রীদের পকেট ভরবে কি করে? জলের অভাবে রঘুনাথগঞ্জ মুখ্য ডাকঘরে হাহাকার, জঙ্গিপুরের ডাকঘরে দীর্ঘদিনের টালবাহানার পর জেনারেটর সারানো হলো; বয়স্ক গ্রাহকের অফিসটিতে ওঠাই এক সমস্যা। মিঠিপুর-রামদেবপুর ডাকঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় (এসব অফিসের Maximum cash power পাঁচ হাজার টাকা) সেখানে দপ্তর Total computerisation, core banking এর প্রস্তুতি নিচ্ছে। চলতি অফিসগুলিতে মান্ধাতার আমলের আসবাব ও প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে, সেখানে প্রতিটি গ্রামীণ (পরের পাতায়)

(চিঠিপত্র.....২য় পাতার পর)

ডাকঘরে Lap-top এর গল্প শোনাচ্ছে। হ্যাঁ কাটমানির দৌলতে হয়তো Lap-top আসবে, কিন্তু সেটিকে কার্যকরী ও যুগোপযোগী ভূমিকা দিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং পরিবেশের অভাবে ছেঁড়া কাঁথায় রাজস্বপ্ন দেখাই হবে! আসলে এ দপ্তরের আমলারাও বোধহয় প্রাক্তন মন্ত্রী এ রাজার চ্যালা। তাই ভারতবর্ষের সেরা আর্থিক কেলেঙ্কারির রেকর্ডও যোগাযোগ দপ্তর (Ministry of Communication) এর দখলে। এদের দৌলতেই আজ BSNL 'BAD SIGNAL NETWORK LIMITED' এবং গণেশ উল্টে যাবার জোগাড়। এদের সহযোগিতা ও অর্থদপ্তরের সক্রিয় ভূমিকায় আজ পোষ্টঅফিসের স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ উল্লেখযোগ্যভাবে কম, কে.ভি.পি উঠে গেছে, এন.এস.সি-এর মেয়াদ আশানুরূপ নয়, এজেন্টদের কমিশন কমিয়ে দেওয়ায় হতোদ্যম অবস্থা। ফলতঃ Small savings এর Turn Over ভয়ঙ্করভাবে কম। আক্রান্ত হলেন কারা - না গরীব মধ্যবিত্ত মানুষ, সাধারণ পেনশনভোগী, স্বল্প সঞ্চয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৫ লক্ষাধিক এজেন্ট ও তাঁদের পরিবার এবং অবশ্যই নিচুতলার ডাক-কর্মচারী বৃন্দ (এরা এখন Conduct and Employment Rules 2001 এর পরিবর্তে Conduct and Engagement Rules 2001 এর গভীর চক্রান্তের কবলে।)

BSNL শেষ; LICI ধুঁকছে, দু-একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ছাড়া অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও সোসাইটিগুলির অবস্থা - সামনে ঢাকতে পেছন ফাঁকা। মাঝখান থেকে অজস্র চিট ফান্ড, Financial Agency, Chain Market ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এবং দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। ভালো; একটা সময়ে শোনা যেত, "ডাক সেবা - দেশ সেবা" সে রামও নেই আর অযোধ্যার অবস্থা তথৈবচ্ তাই 'ডাক' নিয়ে হাঁকডাক অচলায়তনে।

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জঙ্গিপুর

রমজান মাসে শুধু চিনি তাও কম

নিজস্ব সংবাদদাতা : রমজান মাসে পনের দিন অন্তর দু'বার পরিবার পিছু রেশনে ১ কেজি চিনি, ৫০০গ্রা. সঃ তেল, ১ কেজি ময়দা, ১ কেজি গোটা ছোলা দেয়া হবে বলে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু চিনি ছাড়া বাকী কোন জিনিস এখনও সরবরাহ করা হয়নি বলে জানা যায়। জঙ্গিপুর পারে ৮টি ওয়ার্ডে রেশন ডিলাররা ১ কেজির বদলে ৮০০ গ্রাম চিনি বন্টন করছেন বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে ফুড সাপ্লাই দপ্তরের সি.আই প্রবীর সরকার জানান- এখন পর্যন্ত অন্যান্য মাল না এলেও চিনি ১ কেজি করে বন্টনের নির্দেশ দেয়া আছে ডিলারদের। জঙ্গিপুর শহর এলাকায় কেন পরিবার পিছু ৮০০ গ্রা. দেয়া হচ্ছে ? প্রশ্নের উত্তরে প্রবীরবাবু জানান - আমি এখনই খোঁজ নিচ্ছি যাতে ১ কেজি করে দেয়া হয়।

প্রমোশন

শীলভদ্র সান্যাল

দাদা, এবার সত্যি তবে - চললে পাকাপাকি
জঙ্গিপুরের মানুষগুলোর বেবাক দিয়ে ফাঁকি
ভোট -রঙ্গে যারা তোমায় ইজ্জতটা দিয়ে
দিব্যি ভোটের - বৈতরণী দিল যে ত রিয়ে
ফাটা কপাল! হায় গো দাদা, তাদের ভুলোনাকো
কঠিন প্রটোকলের গেঁড়োয় যখন যেমন থাকো!
সত্যি বটে, তুমি দাদা ওপর তলার নেতা
বাঙালিয়ানায় ঠোঁটে চুরুট বরাবরের কেতা
রাজনীতিটা ক'রে গেলে কৌটিল্যের - মতো
দশ নম্বর জনপথের বাধ্য, অনুগত।
বিপদকালে মুশকিল-আসান, আসল কাজের কাজী
হায়রে শুধু - ভোট-লক্ষ্মী করত ছায়াবাজি
শেষে তোমায় আনলে ডেকে বাজির দানটি ফলে
এই জেলারই একরোখা এক ডাকাবুকো ছেলে
তার ইমেজে হিল্লে হ'লো জঙ্গিপুরে এসে
টা-টা করে চড়লে ব'সে রাজধানী এক্সপ্রেসে
আমরা যারা মফস্সলের গরীব-গুর্বো লোকে
দিন গুজরাণ ক'রে থাকি দুঃখ-তাপে শোকে
ভেবেছিলাম, এ - জায়গাটার হবে একটা কিছু
স্বপ্নগুলো দৌড়েছিল তোমার পিছু পিছু
স্বপ্ন-পূরণ হল ক'টা? কে-ই বা সে-সব গোণে!
বুক যে সবার উঠল ফুলে তোমার প্রমোশনে।
কিছু অভিমানের ক্ষত, কিছু বুকের জ্বালা
সব সরিয়ে আজকে তোমায় পরিয়ে দিলেন মালা।

SEA GREENAGE GROUP OF COMPANIES

- SEA GREENAGE VALLEY PROJECT LTD.
- SEA GREENAGE BUILDCON (P). LTD.
- SEA GREENAGE TOURS (P.) LTD.
- SEA GREENAGE BROADCASTING (P.) LTD.
- SAMPARK WELFARE TRUST

Regd. off. - Bijayram, Burdwan, West Bengal, 742189
Corp. Off - Green, Nimtala, Berhampur, West Bengal
Mobile-9232659933 / 9153563471
E-mail -barjahan33@gmail.com

website-www.seagreeae.com wwwgreeagebuildcon.com

(টিচার-ইন-চার্জ.....১ম পাতার পর)

শিক্ষকের অভিযোগ, সর্বশিক্ষা মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এস.এ.ই. কুন্দন সাহা একদিনের জন্যও স্কুলে কাজ দেখতে আসেননি। আজিজুরের সঙ্গে রফা করে মোটা টাকা বাড়ীতে বসেই পেয়েগেছেন। তারা জানান, দুর্নীতিগ্রস্ত এস.এ.ই. কোথাও হাত মিলিয়েছেন ভিলেজ এডুকেশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে, কোথাও স্কুলের সেক্রেটারী ও হেড মাষ্টারের সঙ্গে,আবার কোথাও এলাকার মস্তানদের সাথে, ভিজিলেন্স তদন্ত হলেই কেঁচো খুঁড়তে অনেক জায়গায় সাপ বেরিয়ে পড়বে। এই ধরনের দুর্নীতির তদন্তের দাবীতে শিক্ষকদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র পাঠানো হচ্ছে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। এতদিন সেক্রেটারী আজিজুরের মস্তানিতে শিক্ষকরা চুপচাপ ছিলেন বলে খবর।

(রাস্তা মেরামত.....১ম পাতার পর)

সাইকেল বা ভ্যান কিছু দিন চলাচল করলেও বর্তমানে সেখানে বাধা পড়েছে। কেউ নিজস্ব জায়গা ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না। প্রায় ছ'মাস ধরে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার একদিকে বৈকুণ্ঠপুর স্কুলের কাছে ভ্যান, ট্রেকার, লাদেন গাড়ী যাত্রী নিয়ে শহরে আসছে। অন্য প্রান্তে পাঁচু মাস্টারের বাড়ীর সামনে অপেক্ষা করছে বিভিন্ন যানবাহন। ওখান থেকেই আজিমগঞ্জমুখী যাত্রীরা চলাচল করছেন। এই পরিস্থিতিতে ইলাসপুর, সাহেবনগর, ফুলবাড়ী, গাদী, নতুনগঞ্জ, তাঁতিপাড়া ইত্যাদি গ্রামের মানুষ একটা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সাপে কাটা রোগী বা গর্ভবতী মায়েদের জরুরী ভিত্তিতে শহরে নিয়ে আনা দায় হয়ে উঠেছে। এলাকার বিধায়ক মহঃ সোহরাবের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, পূর্ত্তমন্ত্রী, জেলাশাসক, মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেসন দেয়া হয়েছে। রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা না নিলে ঐ এলাকার ২৫/৩০ টি গ্রামের মানুষ আগামী পঞ্চায়েত ভোট বয়কট করবেন বলে ঠিক করেছেন।

(আলিগড় .....১ম পাতার পর)

সেখানে বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য্য, জেলা সম্পাদক বাবলু কর্মকার, স্থানীয় নেতা অনমিত্র ব্যানার্জ্জী প্রমুখ। বিজেপির রাজ্য নেতা আগামী ১২ আগস্ট রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক এক সভায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানান আঞ্চলিক নেতা নারায়ণচন্দ্র দাস।

বিদ্যুৎ দপ্তরে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর অঞ্চলের পানানগর গ্রামে ট্রান্সফর্মার অকেজো হয়ে প্রায় ২৫ দিন এলাকা অন্ধকারে। বার বার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েও কোন প্রতিকার হয়নি। অন্যদিকে ২৩ জুলাই রাত থেকে জঙ্গিপুর শহর এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। পরদিন দুপুর পর্যন্ত একই অবস্থা। এই সব ঘটনার প্রেক্ষিতে পানানগর ও জঙ্গিপুর এলাকার ক্ষুব্ধ জনতা ২৪ জুলাই বিদ্যুৎ দপ্তরে ভাঙচুর চালায়। অফিস সম্পূর্ণ ফাঁকা, কোন কর্মী সেখানে নেই। পুলিশ এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে। কোন গ্রেপ্তারের খবর নেই। এর আগে একই ঘটনায় এস.এস জনতার হাতে প্রহৃত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ্যাডভোকেটস্ এ্যাক্ট এ্যান্ড রিসার্চ বিল ২০১১ সহ আরো পাঁচটি বিলকে স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আইনজীবীদের বিক্ষোভে জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরাও সামিল হন। সেখানে আন্দোলনের ধারা মতো এই অপচেষ্টার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী কপিল সিব্বালের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। গত ১১ ও ১২ জুলাই আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করেন। এই বিল যাতে ভবিষ্যতে কার্যকরী না হয় তার জন্য আইনজীবীরা বৃহত্তম আন্দোলনে নামবেন বলে অনেকের বক্তব্যে প্রকাশ পায়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

আমিন তরুন সরকার
Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922
গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

টেন্ডার নোটিশ

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলি করার জন্য মোহর করা খামে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

কাজগুলি নিম্নরূপ -

১) বিদ্যালয় ভবন মেরামত
২) ইলেকট্রিক ওয়ারিং
৩) দরজা, জানালা, বেঞ্চ মেরামত

ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জানানো যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫দিনের মধ্যে বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করেন। (বেলা দুটোর মধ্যে)।

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩০/৮/২০১২, স্থান -বিদ্যালয় অফিস, সময় বেলা দুটোর মধ্যে।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে
প্রধান শিক্ষিকা
স্বাঃ - মানসী মুখোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রেফা. নং-আর.জি-১০৩ তাং-২৭/৭/১২

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।